উমা

রুদ্র সান্যাল

মহাঅষ্টমীর রাত। রাস্তায় ভালো ভিড়। সবাই প্রতিমা দর্শনে ব্যস্ত। চারিদিকে উৎসবের আবহাওয়া। আমিও বেরোলাম রাস্তায়। স্ত্রী আর মেয়ে পাশের পাড়ার মন্দিরে গেছে পূজা দেখতে। আমিও পাড়ার মণ্ডপে এলাম। বাইরে এককোণে দাঁড়িয়ে একমনে একটা পান চিবুচ্ছি।

আজ অষ্টমীর ভোগের খিচুড়ি বিতরণ হচ্ছে। চারিদিকে প্রসাদ প্রত্যাশী দের ভিড়। দেখে যাচ্ছি একমনে। একটু পড়ে হটাৎ লক্ষ্য করলাম, একটা সাত বা আট বছরের ছোট্ট মেয়ে, তার দাদু কে নিয়ে ধরে ধরে মণ্ডপে ঢুকে প্রতিমা দর্শন করে, সেই প্রাসাদ বিতরণের জায়গায় আসছে। বয়স্ক ভদ্রলোক ময়লা পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পড়া। ভালো করে দেখে বুঝলাম, উনি এক মুসলমান বৃদ্ধ। চোখে দেখতে পান না। এক হাতে লাঠি আর অন্য হাতে ওই ছোট্ট মেয়ে টা কে ধরে ধরে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন। কিন্তু ওই ভিড় যেভাবে খিচুড়ির প্রসাদের পাশে ভারী করে রয়েছে, তাতে ওরা কিছুতেই সেই খিচুড়ির ধারে পাশেও ঘেঁষতে পাচ্ছে না। মেয়েটার ওই বাচ্চা গলা কেউ শুনছেও না, বা পাত্তাও দিচ্ছে না। কিছুক্ষন দেখে গেলাম ওদের কে। তারপর আমার কি মনে হলো, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে ওদের ডাকলাম। ওরা এলো আমার কাছে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, একটা মলিন ফ্রক পরে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে দাদু। তাঁর পোশাকও বেশ মলিন। বুঝলাম দরিদ্র পরিবার। মেয়ে টা কে জিজ্ঞেস করলাম " কিরে খিচুড়ি খাবি?" মেয়েটা মাথা নাড়ালো। তারপর আস্তে করে বললো, "পাচ্ছি না তো..!" আমার খুব মায়া লাগলো। নিজেরও ওর থেকে একটু বড় মেয়ে আছে। বৃদ্ধ চুপ করেই ছিলেন। দেখতে পান না চোখে। আমি এগিয়ে গিয়ে পাড়ার ছেলে দের থেকে দুটো শাল পাতার থালায় খিচুড়ি এনে দিলাম। ওরা দুই জন বেশ তৃপ্তি করেই খেলো। পাশের চেয়ারে বসালাম ওদের।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর, বৃদ্ধ এবার কথা বললেন,"ধন্যবাদ বাবু..! আমি চোখে দেখতে পাই না। মেয়েটা আমার নাতনি। বার বার করে আমাকে বললো ঠাকুর দেখতে যাবে। সবাই যাচ্ছে। কি করবো বলুন। মা মরা মেয়ে। ওর বাবা ওকে আমার কাছে ফেলে চলে গেছে কোথায়..! ওর মা আমার একমাত্র মেয়ে ছিল। মরে গেলো, তিনবছর আগে। রোগে ভুগে। ওর বাবাও আর ওকে দেখে না। আমার আর একটা ছেলে আছে। যদি আমার ছেলে ভালো। রিকশা চালায়। নিজের দুই ছেলে। ওর অবস্থাও খুব ভালো না। তবু ও আমার নাতনি টাকে দেখে। স্কুলে পড়ায়। আমি তো বাবু অন্ধ। আমার বউও মারা গেছে অনেক দিন। কি আর করি, এই মা মরা মেয়ে টা কে নিয়েই দাদু নাতনির সংসার..!"

আমি চুপ করে রইলাম কিছুক্ষন। তারপর জিজ্ঞেস করলাম " আপনার নাম কি?" উত্তর এলো "আব্দুল" তারপর নিজেই বললেন নাতনির নাম "রহিমা"। আমি একটু চুপ করে বললাম " এই টুকু মেয়ে কে নিয়ে এই ভিড়ের মধ্যে ঠাকুর দেখতে বেরোলেন।

দিনকাল ভালো না। আবার আপনি চোখেও দেখেন না। যদি ভিড়ের মধ্যে মেয়ে হারিয়ে যায়। আপনি তো দেখতেও পাবেন না।" একটু চুপ করে বৃদ্ধ বললেন " কি করবো বলুন নাতনির আবদার। কেউ তো ওকে নিয়ে যায় না। ছেলের দুই ছেলে, নিজেরা বন্ধু দের সাথে বেরিয়েছে। ওকে ছেলের বউ ঘরে সংসার সামলায়। মেয়ে টা কে কে দেখাবে। অগত্যা আমিই বেরোলাম ওকে নিয়ে। ঠাকুর দেখছেন। আল্লা দেখছেন। যা হবে কপালে..!" আমি এবার কোন কথা না বলে, পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বের করে ওনার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম," রহিমাকে কিছু লজেন্স কিনে দেবেন। বাচ্চা মেয়ে পুজোর দিনে বেরিয়েছে। কিছু দেবেন।' বৃদ্ধ কিছুতেই নেবেন না। আমি তাও জোর করে ওনার হাতে টাকা টা গুঁজে দিলাম। মেয়ে টার মুখটা দেখে বার বার নিজের মেয়ের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বড়ই সারল্য মাখা মুখ..!

এবার বৃদ্ধ আমার দিকে অনুমান করে তাকিয়ে একটা প্রনাম করলেন। তারপর আবার অনুমানের ওপর নির্ভর করে, মণ্ডপের দিকে ঘুরে কপালে দুটো হাত ছুঁইয়ে প্রনাম করে বললেন " মা ভালো রেখো মা..! মেয়ে টাকে ভালো রেখো..!"

এরপর ধীর পায়ে ধীরে ধীরে ভিড়ের দিকে মিলিয়ে যেতে লাগলেন, নাতনি কে নিয়ে। নাতনির একহাত দাদুর একটা হাত ধরে। মেয়ে টা একবার ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো " কাকু আসছি..!" বলে দাদুকে নিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো জন অরণ্যের ভিড়ে। আমার চশমাটা দেখলাম, আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কেন জানি না। আমি চুপ করে চশমা টা খুলে, মুছতে লাগলাম। মণ্ডপের মাইকে তখন গান বাজছে "জাগো শক্তি, জাগো স্পর্ধা...জাগো .. জাগো .. উমা.." ✍